কবিতাবলী।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
সন ১২৮৩ সাল।

নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, রায় যন্ত্রে,
শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
মূল্য ১৲ টাকা।

সূচীপত্র।

* চিহ্নিত কবিতা কয়েকটী নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবিতাবলী।

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা।

(১) ক

(প্রয়োগ)

সুদূর পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী, নদ-ধার,
        দেখ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে;
বীণা যন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ,
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
        মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী তুই—বীণার অধম—
তুইও বাজিতে কর রে উদ্যম ;
(বাঁশরী যেমন রাখাল-অধরে,)
বাজ্ রে নীরব ভারত ভিতরে—
বাজ্ রে আনন্দস্ফূরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরস্) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,
রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ;
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান আগে,
সুস্বরলহরী ছড়ায় রাগে ;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তাদের না যায় দেখা !—

(খ) গায়ক সম্মিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুরবে !

২

(প্রয়োগ)

কবিরঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যে খানে—যে খানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যে খানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যে খানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগণ-ললাট ভাষায়ে বয় ?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পূরায়ে আশয়—
যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন বনে ।

(পূর্ণ কোরস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার ?
ভারতে শারদা নাহিক আর !
অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ্,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজীন্ ;
নাহি সে বসন্ত সুরভি-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম-বনে ?

(৩)

(প্রয়োগ)

শ্বেত শতদল তেমতি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি করে ;

কারুকার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম, পারিজাতদলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘের চারি ধার মাধবী-লতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তূরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবী লতায় কর-রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরস্)

রচিল আসন অমরগণে ;—
কন্দর্প আইল ষড়ঋতু সনে ;
আপনি সুমন্দ মলয়-বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর-শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ ;
শ্রীপতি আইলা কমলা সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে ;

দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ধায়,—
শচী সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪)

(প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম-আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তথন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;
যথা পূর্ব্ব দিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে করে দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্মুখ সেই রূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশে।

(শাখা)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতি ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ্র বরণা,
অমরী উরিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্য সুখে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ণ কোরস্)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ?
মুনিমতভেদ যুচিবে যবে !
শুনে বেদগান বাণীর সুরে,
হবে জয়ধ্বনি অমরা পূরে ?—
নামে রে যখন তপন-রথ,
মলিন গগনে—কে রোধে পথ ?
খসিলে গগণ-তারকা হায়,
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ?
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল ?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল !

(৫)

(প্রয়োগ)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে ;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে,
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান ;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে ভুলিয়া শ্বেত শতদল

দিলা শ্বেতভুজে—দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ।

(শাখা)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণাধ্বনি সহ প্রবাহ বহিল—
ভারতে আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখতরি ভাষায়ে দিল!

(পূর্ণ কোরস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায়?
হারান মাণিক্ পাওয়া কি না যায়?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রহ-ছায়া ক দিন রবে?
এ জগত মাঝে করো না ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়;
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে;
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
আর কি উহারে পাবে না ফিরে।

(৬)

(প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
শারদা পূজিতে মানব ছুটিল,
কবি নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুর হৃদয় মানবগণ ;
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগত-বিখ্যাত শ্রীবাল্মিকি কবি—
দিলেন শারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মন।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আরো কত জন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর যূনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-রাশি।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তুরী,
যাও কবিদ্বয় অবনীপুরি ;

শুনায়ে মধুর অমর ভাষ,
ঘুচাও মানব মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—করো না ভয়।
না যাও কেবল কৃতান্তধামে—
যোহানা মিল্‌টন, ডানটি নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুই জন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ;
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ)

পরে অদ্ভুত প্রাণী দুইজন
আইল পূজিতে শারদাচরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।
ডাকিলা সারদা আনন্দে দুজনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;

অমূল্য বীণাটী দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দুজন;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া-মনঃ হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুল-মালিকা গাঁথিলে কেন?
আর কি আছে সে সুরভি-ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়,
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
সুখায়ে গিয়াছে সুধার লেশ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,

গহন কাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন ?

(প্রয়োগ)

কেন না রাখিব, এই না সে দেশ ?—
কবিরঙ্গভূমি—লহরী অশেষ
বহিছে যে খানে—যে খানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যে খানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী
যে খানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

দেবনিদ্রা।

১

কোন মহামতি মানবসন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন- বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—
"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—

দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে।

২

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কি রূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কি রূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কি রূপ—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব" সহসা অমনি,
পূরি শূন্যদেশ হলো দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার ;
ছুটিল অলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল
মধুর অমর-সঙ্গীত-ভার।

৪

মানবনন্দন অমরভবনে,
প্রবেশি তখন পুলকিত মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয় ;
গগণ-মণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরিকন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

৫

তপন-মণ্ডল গগন-প্রাঙ্গণে,
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ;

সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়বিধুর, হৃদয় ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতুহলী,
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয় ;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি—শান্তি—শান্তি" শব্দ হয়।

৮

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপ তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী খেলায় ;
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

৯

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীটী ভূষা!
অনু হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলাধনু-তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ ঊষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

১১

শশীতনুছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায়;

কুসুম-আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্য যন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা পুষ্প পরে,
বিমল চন্দ্রমা কিরণে বিহরে,—
পারিজাত ফুলে শচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মানব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে
গগন উপান্তে, একত্রে জড়ায়ে,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি-ছাঁদ।

১৩

অধোদেশে তার, অনন্ত বিস্তার,
কারণ-জলধি পরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে, প্রসারি ধারা ;
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন-কারা।

১৪

উপকূল ধারে, অনল কুণ্ডেতে,
শিখর প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গভীর গর্জ্জনে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণসাগরে, পরমাণু করে,
অনাদি-পুরুষ বসি ধ্যান ভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত্ত কত, অস্ফুট মূরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারণ-জলে ;—

কত বসুন্ধরা, রবি, শশী তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপ হারা,
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুল কায় ;
বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা পরে, মানব-আকারে,
কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুঃধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয়।
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
জগতে স্থধুই ইহারা জাগ্রত,
"মা ভৈ—মা ভৈ" গভীর উচ্ছাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নর-মণ্ডলে মানব কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হলো দৈববাণী,—
"দেখরে মানব এ দিকে চেয়ে ?"

২০

দেখিল চমকি অন্য ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চলেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা
প্রাণী কয় জন পুলকিত চিত,
"মা ভৈ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেব ছটা যেন বদনে ভরা ।

২১

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব পরাণী ।
ভেরী শঙ্খনাদে করি ঘোরধ্বনি,
সাগর হুঙ্কারে উথলে গীত ;

উথলে সঙ্গীত নিনাদ গভীর—
হোক না কেন সে মাটীর শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হবে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী কেন ভাবিত ?
ডাকিছে আবার আনন্দ আরবে—
"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
"গাও রে উল্লাসে অমর গীত :—

২২

"দেব অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
"কর মর্ত্তভূমি জগতে উজালা ;
"দনুজারি তেজে অবনী-অঙ্কেতে,
"কর সিংহদান বিজয়-শঙ্খেতে,
"জাগুক জগতে মানব নাম ;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হয়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক-উজ্জ্বল মানব-ধাম !"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনির্ণ অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নরকুমার—
শত শত দলে পরাণী সকলে,
করি সিংহনাদ মহা গর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণী মণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর।"

২৪

"একতার গুণে বিজিত অমরে
"কত কাল দৈত্যে যুঝিলা সমরে ;
"দৈত্য কুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
"পরে মহাকালী দনুজারিবালা,
"নিঃদৈত্য করিয়া অমর বাস।
"একতা সাধিতে এ মর ভবনে,
"কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
"গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি,
"অবনী-দানবে করিয়া নাশ।

২৫

"এ মর্ত্ত্য পুরীতে সেই ধন্য জাতি,
"একতার জ্যোতি বদনেতে ভাতি,

"তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
"হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে,
"হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয়;
"করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ দান,
"পর পদ-তলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
"কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
"বলে না কখন যাতকে জয়।

২৬

"একতাই মর্ত্তে মানব সম্বল,
"একতা বিহনে পরেরি সকল,
"দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর
"সে ধন বিহনে আলয় বিপিনে,
"জীবন-আস্বাদ পাবিনে পাবিনে—
"দিবস শর্ব্বরী, সকলি ঘোর।"

২৭

হরষিত তনু কদম্বের প্রায়,
মানবনন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি,
প্রাণী কয় জন প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,

করিয়া ধারণ বায়ু, জলধরা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর-পরিধি,
অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,—
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন গীতি।

২৮

"তেজঃপিণ্ডবৎ, ধূম, বাষ্প ময়, (১)
"ছিল এ ধরণা ধাতু শঙ্খালয়,
"ক্রমে মৃণময়, মীন, কূর্ম্মবাস,
"তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
"সাজিল ধরণা অপূর্ব্ব কায়।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
"চারি চন্দ্র শোভা ঘেরে বৃহস্পতি ;
"জ্যোতি-উপবীত পরে মনোহর,
"লয়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর ;

(১) এক্ষণকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল ; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

"ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
"অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া ;—
"তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।

২৯

"ফিরাব বেগেতে পবনের গতি,
"তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
"রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
"রবির কিরণ গঠন-প্রথা ;
"আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
"পৃথিবী উপরে,—বাসবশিঞ্জিনী
"বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়।

(অসম্পূর্ণ)

লজ্জাবতী লতা।

১

ছুঁইও না ছুঁইও না, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা ওই খানে থাক, দিও না ক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না, উটি লজ্জাবতী লতা।

২

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায় না কাহার পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,

না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।—
এহেন লতার হায়, কে জানে আদর!

৩

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনী মণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন;—
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন!—
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

পরশমণি।

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতানির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে ফুটিত!

কে রাখিত চিত্রকরে চাঁদের জ্যোৎসনা ধরে,
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারতভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখী-পুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী অঙ্গে, নয়ন মণির সঙ্গে,
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী !—
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপীলী শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দ হয়—অরণ্য কুজ্‌ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ লতা, তমিস্রা রজনী।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশ বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে ;
শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয়-আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনোসুখে পৃথিবী উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায়রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই-আশা ধরে !

৫

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন !
জননী বদনইন্দু, জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত্ব শশী রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,

সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

ভারত-বিলাপ।

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—

কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাখে থরেথর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন ভালে ॥

সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,

আবার কোথায় তুলারাশি প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।

হেন কালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা॥

দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই;
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়॥

গড়ের সমীপে আনন্দ উদ্যান,
যতনে রক্ষিত, অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন শ্রবণ তনু জুড়ায়।

জাহ্নবী সলিলে এদিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় ॥

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা ?
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী ? কি জাতি ইহারা ?—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।

নাহি যদি জান, এস এই খানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ॥

অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসীয়া—
"ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় !

হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন

না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস ॥

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।

সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে !

হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরালে না রিলে মনের আশা।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা!

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গঠিলি
মরুভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।

তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারতকিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী করে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে!

গায়িত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা করে,

কতই কুসুম পরিমল ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে ॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে, গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা।

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হ'তো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীর রসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত নাম।

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ, করে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর,
এই ভিক্ষা চাই করো গো বিচার—
অথর্ব্ব দাসীরে করো গো ক্ষমা॥

দেখ্ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা॥

তোমারো ও বুকে কত কত বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,

কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ॥

বিধবা রমণী।

১

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে!
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে;
মলিন বসন-খানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!
রমণীর চির-সাধ চিকুর বন্ধন,
হ্যাদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন!
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে!
আহা কি রূপের ছটা গিয়েছে মিলায়ে!

কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে !

২

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ ;
তাম্বুল কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস ;
বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ;
বসন্ত শরত ঋতু সকলি মলিন !
দিবানিশি একি বেশ, বারমাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে !

৩

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে ?

৪

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর ;
পূরাইব হৃদয়ের কামনা এবার।—
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে!
দেখ, রে দুর্ম্মতি যত চিরম্লেচ্ছ-পদানত—
বিধবার শাঁপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।

৫

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে কারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে !"

৬

সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথ-বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা ; যখনি দেখিব
সুগন্ধ কুসুমে কীট তখনি কাঁদিব ;
রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র পতন
যখনি দেখিব, হায়, করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে ॥

জীবন সঙ্গীত।

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।

কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করোনা সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
এক মনে ডাক ভগবান ;

সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করোনা মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন;
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল।

১

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—

কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলেদুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
এক দৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

২

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রীলীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?—
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশুপক্ষী আর মানব মণ্ডলী?—
লতা, পশু, পক্ষী সম মানবেরো পরাক্রম,

জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন, বলে বাঁধা কি শিকলি ?—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !

৩

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বলবীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলা ক্রমে,
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল !

৪

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
জ্বালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি ;
অতুল্য অবনীতলে এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধন্যকুলে দিতে বাতি ?—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !

ম্যারাথন্, থার্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি ;—
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
যার পদচিহ্ন ধরে, অন্যজাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইছে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

৫

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম !
ধরণীর সীমা যার; ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কিরে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম ?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম !

৬

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ;
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।—
আরবের পারস্যের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন—
উল্‌কা সম অকস্মাৎ হইল পতন !
"দীন" ব'ল্যে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন—
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

৭

আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি।
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আঁজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি !
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,

সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি!
বুদ্ধিবীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি?

৮

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস!
কোথা সে উন্নতি আশা, কোথা সে উল্লাস!
দম্ভে বসুধার পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস!
কত যত্নে কত যুগে, বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হলো বল্যে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ!
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে দেব কোথা এখন?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাস;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস!

৯

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর?
উঠিবেনা কেহ কি রে উজলি আবার?

মিসর পারস্থ ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির অন্ধকার ?
জাপান জিলণে নিশি পোহাবে এবার !
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে খণ্ডিয়া নিয়তি-ক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর ;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার :—
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

১০

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমলকুসুম আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হল্যে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সুভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল করে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে

শিল্প নীতি নৃত্যগীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।
বুঝি বা পড়িলে এবে ক[illegible]লের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

গঙ্গার উৎপত্তি।

১

হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদঋষি,
গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।

২

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে
স্বগণ সংহতি অমর পতি,
করি গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান
সাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি।

৩

পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনিরে পূজিয়া
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ;
করিয়া মিনতি কহে ঋষি-পতি
"কহ কৃপা করি করি শ্রবণ,

৪

কি রূপে উৎপতি হলো ভাগিরথী
গাও তপোধন প্রাচীন কথা।
বেদের উকতি, তোমার ভারতী,
অমৃত লহরী সদৃশ গাথা।"

৫

গুণী বিশারদ মুনি সে নারদ,
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া নয়ন মুদিয়া
তুম্ব বাজাইয়া ধরিল গান।

৬

"হিমাদ্রি অচল দেবলীলাস্থল
যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

৭

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষার রাশি ;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদকদম্ব জুড়ায় আসি।

৮

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর কায় ;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর মহিমা গায়।

৯

সেই হিমগিরি শিখর উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ, ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড আদিকারণ।

১০

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত অদ্ভুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

১১

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি শুক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা,
অতুল উপমা ভানু উদয়।

১২

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষার রাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।”

১৩

বলিতে বলিতে আনন্দ বারিতে
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ কায় ;
ঘন ঘনস্বর গভীর, প্রখর
তান্‌পূরা ধ্বনি বাজিল তায়।

১৪

গায়িল নারদ, ভাবে গদগদ,
“এমন ভজন নাহি রে আর,
ভূধরশিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গায়িতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

১৫

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগত মাঝে ;
জলদ গর্জ্জন তরঙ্গ পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

১৬

কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস
অলকা অমরা নাহিক চাই ;
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।”

১৭

নারদের বাণী শুনি অভিমানী
অমর মণ্ডলী বিমর্ষ হয় ;
আবার আহ্লাদে গভীর নিনাদে
সঙ্গীত তরঙ্গ বেগেতে বয় !

১৮

“ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে ;
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে ;”

১৯

“রাখ ঋষিগণ—সমূলে নিধন
মানব সংসার হ'লো এবার ;
হলো ছার খার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।”

২০

শুনে ঋষিগণ করে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত চিতে ;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

২১

মানব মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

২২

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগন-মণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

২৩

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধি হুঙ্কার
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

২৪

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি
অবনী-মণ্ডল নাহিক ছুটে ;
নদ-নদী-জল হইল অচল
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

২৫

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়!

২৬

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

২৭

বিন্দু বিন্দু বারি　　পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে　　কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

২৮

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্ম সনাতন চরণ হ'তে ;
ব্রহ্মা-কমণ্ডলে　　জাহ্নবী উথ'লে।
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।

২৯

গভীর গর্জ্জনে　　দেখিনু গগনে
ব্রহ্মা কমণ্ডলু হ'তে আবার
জলস্তম্ভ ধায়,　　রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।

৩০

ভীম কোলাহলে　　নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি ;
ভূধর শিখর　　সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল রাশি।

৩১

রজত বরণ স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে।

৩২

চারি দিকে তার রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেনা;
ঢাকি গিরি চূড়া হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিল কণা।

৩৩

ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল কায়;
নীলীম গিরিতে হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।

৩৪

হইল চঞ্চল হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা;
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা।

৩৫

ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।

৩৬

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ।

৩৭

বেগে বক্রকায় স্রোতঃস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।

৩৮

তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু শোভা চিত্রিত করে।

৩৯

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী করিছে ধ্বনি ;
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।

৪০

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা ;
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতীজল
বহিল তরল পারা পারা।

৪১

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর ;
"জয় সনাতনী পতিতপাবনী"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

প্রলয়।*

১

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল
নাশিতে পৃথিবী ?—ফিরে কি করাল
বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে ?
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

২

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ—
ভানুর মণ্ডলে তড়িতের শিখা
গিরি চূড়াকৃতি, বায়ু পথে দেখা
দিয়াছে অদ্ভুত অনল ছবি।

---

* গত বৎসর সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে; প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; এবং যেরূপে বেগে আসিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।

স্থিরবায়ু ভেদি তড়িত কিরণ
রাশি স্তূপাকার করিছে গমন
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ
দেখিতে অদ্ভুত অনল ছবি।
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

৩

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
একি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,—
বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ !

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র মণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুচয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ !

৪

হবে কি বিনাশ এমন পৃথিবী?
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,
প্রাণীশূন্য মরু হয়ে চিরকাল,
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমানীর তাল—
মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে?
না রবে জলধি, নদনদীজল,
অগাধ সাগর হবে মরুতল,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে?
না রবে মানব—বিপুল মহীতে
মানবের মুখ পাব না দেখিতে,
পাব না দেখিতে জগতের সার
রূপের প্রতিমা, সুখের আধার
রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ
বিধাতার চারু মানস সৃজন—
চিরদিন তরে বিলীন হবে!

৫

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ নির্ঝর,
কুসুমের আভা, ঘ্রাণ মনোহর,

বালকের হাসি, আধ আধ বোল,
ঘনঘটাছটা, জলের কল্লোল,
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,
ভানুর উদয়, ভূধরের মেলা,
দেখিতে শুনিতে পাব না আর !

এত যে সাধের এত যে বসনা,
আশা, অভিলাষ, কিছুই রবে না,
আনন্দ, বিষাদ, ভাবনাকলাপ,
প্রণয়ের সুখ, প্রতাপের তাপ,
ধনের মর্য্যাদা, মানের গৌরব,
জ্ঞানের আস্বাদ, প্রেমের সৌরভ,
কিছু কি রবে না রবে না তার ?

৬

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,
আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,
আর কি পাব না সে সবে দেখিতে,
নয়নে কাঁদিয়া, স্বপনে ডুবিয়া,
মানসে ভাবিয়া পুলকে পূরিয়া,
যে সবে দেখিতে বাসনা হয় !

শিশু-বাল্যকাল যৌবন সরল,
(কখন অমৃত কখন গরল)
কুটিল প্রবীণ, মানবজীবন,
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,
এ জীবপ্রবাহ—হবে প্রলয়!

৭

এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানব জাতিতে
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,—
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে?

তবে কি কারণ, বৃথা এ সকল
এ মানব জাতি, ঐ মহীমণ্ডল,
এমন তপন, তারা, শশধর,
এত সুখ দুঃখ, রূপ মনোহর—
বিধির সৃজন কেন, কি ভাবে?

৮

নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার ?—
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার
এত যে যাতনা, যাতনাই সার—
সুধুই বিধির সাধের খেলা !

তবে ভস্মসাৎ হোক্ রে এখনি
দেহ, পরমায়ু, আকাশ, অবনী,
আঁধারে ডুবিয়া হোক্ ছার খার,
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড, জীব জন্তু আর—
চিরদিন তরে যাক্ এ বেলা !

এ মানব জাতি, এ মহীমণ্ডল
বৃথা এ সকল—সকলি নিষ্ফল—
এই কি বিধির সাধের খেলা !

বিধাতা হে আর করো না সৃজন
এমন পৃথিবী, এমন জীবন ;—
কর যদি প্রভু ধরা পুনর্ব্বার,
মানব সৃজন করো না আর ;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,

এ দেহ এ মন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।

ভারত কামিনী।

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!

এখনও ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া.
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?

বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া—গলে দিয়া ফাঁসি,
ক্যাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ—
অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।

দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা

আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—
কেহ বা করিছে বর মাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি!

চারিদিকে হেথা ভারত ঘুড়িয়া,
সরসীকমল যেন রে ছিড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া—
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দেও অবনী আকাশ—
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?

এখনও ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে!—

দেখ না কি চেয়ে জগত উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এই খানে ছিল, কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করে ছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে—

খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া—
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে—

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র বামা, রাজোয়ারা নারী ?
অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে।

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা কিরণে জগত ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ ?
আনন্দ কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে !

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা ?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহসবিভাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে ?

সে দিন গিয়াছে—পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;

নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বালমীকি, বারিধারা ঝরে
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী রবে ?—
গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজ্‌ রে বীণা বাজ্‌ একবার,
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।

দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ হোথা একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
যূনানী* মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে।

---

* অর্থাৎ ইউরোপীয়

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিত্তে
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে—
অপ্সরা আকৃতি, পুরুষ সেবিতা
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা—
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার?—
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর বংশাবলী প্রসূতি হবে?

এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে—
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে?

চৈতন্য গৌতম নাহি কিরে আর,
ভারত সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার?—
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,

[illegible]

[illegible] কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে !—

দেখ না কি চেয়ে জগত উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ, সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল
এই খানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ?
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম
বুকে অনুতাপ, কলুষ হরে ?

এই [illegible]
[illegible]

খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ?—

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

অশোকতরু।

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য করে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবীভিতরে !
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরেথর,
বিরাজে শাখীর পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দুরের ঝারা যেন খিটপী উপরে !

মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেম তরু পৃথিবী ভিতরে?

২

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর;
অন্তরও তোমার, কি হে, ইহারি মতন?
কিম্বা স্বধু নেত্রশোভা মানব যেমন?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন;
তরুবর তুমি বুঝি না হবে তেমন?
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন,—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

৩

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর;
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায়।
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায়।

তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায়।

৪

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন সোহাগে ;
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা সমান,
দিবানিশি বার মাস সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;—
তরু রে বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে।

৫

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব ;
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব।
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব !

আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোত যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব!

৬

তরু রে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ, সুখ হারা!
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা!
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কঙ্কালেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

৭

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এই রূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী তীরে।

এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া করে তুষিও পরাণে!

যমুনাতটে।

১

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী জল!
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরু শাখাপরে,
নিরবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায়;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

২

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,

যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

৩

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

৪

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

৫

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !

রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল!

হতাশের আক্ষেপ।

১

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

২

অই শশী অই খানে, এঁই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি!
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি

৩

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবো না।
অরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

৪

লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল,
অভাগার যত আশা জন্ম-শোধ ঘুচিল।

৫

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক প্রায়,
ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ্র বাজিল;—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষি থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

৬

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

৭

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে
থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা ;
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাবনা ?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম।
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চখে দেখিলাম !

৯

এই রূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে,
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

১০

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;

কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ"
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

১১

বদন চুম্বন করে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে!

ইন্দ্রের সুধাপান।

১

একদিন দেব দেবপুরন্দর,
বামে শচীসতী নন্দন ভিতর,
বলিল গন্ধর্ব্ব সখারে ডাকি;—
যাও চিত্ররথ, সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযূষ লহরী,
আন বাদিত্রবাদকে ডাকি!
আন বাদিত্রে সুধাতরঙ্গে,
মত্ত দেবগণ বলিল রঙ্গে,
অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে।

২

সুবর্ণ মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল,
চারিদিকে যত অমরের দল,
বিজলীর মত করে ঝলমল,
শোভে পারিজাত হার গ্রীবাতে ;
বামে দৈত্যবালা রূপে করে আল,
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল,
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে পারে সে জগতে ভুলাতে।
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে।
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
কারে আর শোভা পায় রে !

(চিতেন*)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,

---

*ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে কোরস্ বলে। ঐ শব্দের অনুরূপ ঠিক অন্য কোন শব্দ না পাওয়ায় চিতেন লেখা হইয়াছে।

গায়িল যতেক কিন্নরী কিন্নর,
কত সুখ তার হয় রে ;

বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে !

৩

এলো চিত্ররথ মনোরথ গতি,
স্বর্ণপাত্রে সুধা, সঙ্গে বিদ্যারথী,*
উঠিল সুরব "জয় শচীপতি"
অমর মণ্ডলী মাঝেতে ;

দেব পুরন্দর দেবদল সহ,
সুধা, সোমরস পিয়ে মুহুর্মুহ,
গন্ধে আমোদিত মারুত প্রবাহ,
গগন কাঁপিল বেগেতে—

বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।

* এই অমর গায়কের আর একটী নাম বিশ্বাবসু।

হ'লো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।
(চিতেন)
বায়ু মাতোয়ারা রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা পানেতে।

৪

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে,
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে,
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে,
মোহিত করিল অমরগণে ;

দেবাসুর রণ গাহিতে লাগিল,
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,
কিরূপে ইন্দ্র দেবরাজ হ'লো,
শুনাইল বীণা বাজায়ে ঘনে ।

"পুলোমদুহিতা তোমারি গৃহীতা,
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা ;
রণে পরাজয় করি বাহুবলে,
এ অমরপুরী নিলে করতলে,

সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে,—
অহে দেব তব অসাধ্য ক্ষমতা।”
হ’লো প্রতিধ্বনি—“পুলোম-দুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা ;”—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।

ভাবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন
ছাড়িল হুঙ্কার দনুজঘাতা।

(চিতেন)

হ’লো প্রতিধ্বনি,—“পুলোম-দুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা”—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।

৫

অতি সুললিত মৃদু মধুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল করে,
মজাইল সুরললনা।

"দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোক ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,
আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।
সদা সেবে যারা সোমরস সুধা
ক্ষোভ লোভ শোক থাকে না ক্ষুধা,
রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধা-স্বাদ জানে না।

(চিতেন)

"সুধার প্রমেতে বাজ্‌রে বীণা,
বল্‌ সুধা বই ধন্‌ চাহিনা,
অমন মধুর নাই পিপাসা!
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা!"

ঙ

দৈত্য অরিদল দম্ভে কোলাহল
করে আস্ফালন করিল কত,
মত্ত মধুপানে দিতিসুতগণে
কিরূপে কোথায় করেছে হত।

তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চূর ;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন ;
ক্রমে ক্রমে সব হ'লো অদর্শন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর।

সকরুণ স্বরে বীণা করে ধরে,
গায়িল,—"যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলম্ময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!"—

অতি ক্ষুণ্ণমন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসৰ্জ্জন,

ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে ;
এই সুরপুরী এসব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে !

(চিত্তেন)

এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গায়িল সবে,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে !

৭

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গায়িতে লাগিল প্রেমের গাথা ;
বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপজিল
রসে ডগমগ তনু সিহরিল।
একি সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা !
মৃদুল মৃদুল তাজ রে তাজ,*
মৃদুল মৃদুল নও রে নও,

*দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং এই লক্ষ্ণৌই সুরও দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

বাজিতে লাগিল মধুর বোলে ;
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।
" সংগ্রামে কি সুখ, সকলি অসুখ,
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্,
মান মর্য্যাদা কথার কথা।

ঘোড়া দড়বড়ি, অসি ঝন্‌ঝনি,
কাটাকাটি, গোল, তীর স্বন্‌স্বনি,
কাণে লাগে তালা করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে ;
গতি অবিরাম নাহিক বিরাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে।

চির দিন আর দনুজ সংহার
করে কত ভার সহিবে দেব ;
বামে শচীসতী হের সুরপতি,
কর সুখভোগ রাখ বুকেতে।"—

বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে।

রতিপতি-জয় হলো সুরপুরে
ললিত মধুর বীণার স্বরে ;
সঙ্গীতের জয় হলো ত্রিলোকে।
স্মরে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায় ;
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
শচীবক্ষস্থলে ঘুমায়ে রয়।

(চিতেন)

গায়িল কিন্নর,—"স্মরে জর জর
দেব পুরন্দর হলো পরাজয়,
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত
শচীবক্ষস্থলে ঘুমায়ে রয়।"

৮

"বাজ্ রে বীণা বাজ রে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ এইবার,

আরো উচ্চতর গভীর স্বরে ;
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পূরে !
অহে সুররাজ ছিছি একি লাজ,
দেখ দেখ অই দনুজ সমাজ,
রণসাজ করে আসিছে ফিরে ;

শিরে ফণীবাঁধা করে উল্কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে।

জলদ নিনাদে করে হুহুঙ্কার,
এ অমরপুরী করে ছারখার,
পূরণ আহুতি করিবে এবে।
কর দম্ভ চূর, বজ্রধর শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে।”

শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমাগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে, বিদ্যারথী হেসে,
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

(চিত্তেন)

"বেগে বজ্রধর," গায়িল কিন্নর,
"কড় কড় নাদে গরজে অম্বর,
ভয়ে হেমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথী হেসে
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।"

কোন একটি পাখীর প্রতি।

ডাক্ রে আবার, পাখি, ডাক্ রে মধুর!
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক্ রে পাখি, ডাক্ রে মধুর!
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে,
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর।
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর স্বর।

২

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখা

আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্ রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায় !

৩

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর করে কভু অভিমান ভরে
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত !
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত ;
কি জানিবি, পাখী তুই কত সে জানিত !

৪

ধিক্ মোরে ভাবি তাঁরে আবার এখন !
ভুলিয়ে সে নব রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন ;
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি,

না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন,
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন?

৫

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর;
ত্যজে স্বধু সেই নাম, পূরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বল সুমধুর!
ডাক্ রে আবার ডাক্ মনোহর স্বর!
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর;—
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

প্রিয়তমার প্রতি।

প্রেয়সি রে অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে!
এত আশা ভালবাসা সঁকলি কি ভুলিলে!
অই দেখ নব ঘন গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে।
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ুর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে।

পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে করে রাখিছে।
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিতপ্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে!
প্রেয়সি রে সুখোদয় অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।

২

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল!
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসীজলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল,
মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমলবনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর,
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।

এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল !

৩

ত্যজিবে কি প্রাণসখি? ত্যজিতে কি পারিবে?
কেমনে সে স্নেহ লতা এ জনমে ছিঁড়িবে?
সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি পরাণ মন, কিসে তাহা ভুলিবে?
আবার শরত এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে
হিমাংশু গগনে কিরে আর নাহি উঠিবে?
বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার সনে
আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে?
জীবজন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে?
প্রেয়সি রে সুধাময় স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি সুধু পরিণামে জানিবে!

*

৪

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ধরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।
হরিত শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে!
বহিলে মৃদুল বায়, ঢাকিয়ে পড়িছে তায়,
তটিনীতরঙ্গলীলা অবনীতে ছুটিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ,
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে!
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে!

৫

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা অই আইল!
ভাঙা ভাঙা ঘনগুলি, ভানুর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল।

অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলিকিরণমাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, তরু, গজ, গিরি,
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল!
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে উঠিল আনন্দ ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্য মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

৬

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে!
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে!
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে।

তরু গিরি মহীতল শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদী মাখা কারে আজি দেখাবে !
প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি কুসুম কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে—
“অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,”
বলে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে !
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে !

চাতক পক্ষীর প্রতি।*

১

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও।

---

* শেলি বিরচিত স্কাইলার্কের অনুকরণ।

২

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও।

৩

অরুণ উদয় কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও।

৪

আকাশের তারাসহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দ প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

৫

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়।

৬

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জড়ায়।

৭

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায়।

৮

যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিন তলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির নীরে আঁধার নিশায়।

৯

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে খেপায়।

১০

সেই রূপ তুমি, পাখি,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

১১

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

১২

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল
মুক্তা মাখা তৃণ দল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

১৩

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই।

১৪

স্নধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো স্নললিত স্বর
নহে এত মনোহর
এত স্নধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

১৫

বিবাহ উৎসব-রব
বিজয়ীর জয়-স্তব,
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটেনা মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

১৬

তোর এ আনন্দময়
স্নখ-উৎস কোথা রয়;
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোলে হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয়।

১৭

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুঃখে,
বিরক্ত কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

১৮

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

১৯

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হলে.
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

২০

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর !

২১

গগন বিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,
গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায় !

২২

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান,
তা হলে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতাতরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

কুলীনমহিলা বিলাপ।*

"এই মা, ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার ?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার
সে ভূমি পরশ মাত্র—সরস অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে ?
তবে যেন রাজ্যেশ্বরী বাৎসল্য তোমার
সমান সবার তরে, অকূল, অপার !
ভিন্নভাব নাহি যেন কন্যাসুত প্রতি ?
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি ?
শুনেছি মা বৃটনের শ্বেতাঙ্গী মহিলা
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদয় জননী !
কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন,
এখনো মা ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জ্জন !"

---

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু-বিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"সাতশত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে
এই রূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে
মাতা মাতামহী চক্ষে জন্ম জন্মকাল,
আমাদেরো সে দুর্দ্দশা হায় রে কপাল !
কত রাজ্য হলো গেলো, কত ইন্দ্রপাত;
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন !

সেই সে দিনান্তে দুটী পরাণ আহার
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।”

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

“ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
তবুও গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল !
বারেক বৃটনেশ্বরী আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;—
কাছে নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজ্যেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।

ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না পতি থাকিতে জীবিত !”
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা, রাজমাতা, দুঃখী অনাথায়।”

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !

“কি জানাব জননী গো হৃদয়ের ব্যথা,—
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা !
কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক’রে !
কত পাপস্রোত মাতা প্রবাহিত হয়,
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়।

হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য-আশ্রিত !
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষসপালিত !
আমাদের যা হবার হয়েছে, জননী—
কর রক্ষা এই ভিক্ষা এ সব নন্দিনী।”

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারাতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

কমল বিলাসী।

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপনলহরী !—

নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,

সরস সরসে নীরদ বরণ
 সলিল ভ্রমিছে বিহরি।

কত সরোজিনী সরোবর পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
 অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।

সরোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল,
 বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
 চিন্তা শোক তাপ পাশরি।

ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
 কতই যতনে আহরি।

আনন্দে বিঘোর মধুমত্ত মন,
ত্যজি বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল,
কোরক বিকচ নলিনী অমল,
মকরন্দ ল'য়ে ঢালে অবিরল,
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে' তারে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায়;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে প্রাণে উল্লাস,
পদ্ম-সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমল পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,

চারু মনোহর উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমেলর শয্যা কোমল সুন্দর;
দুগ্ধফেণনিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী উপরি!

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশে তখন
ছড়ায় বিলাসলহরী;

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়নসফরী;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া,
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী;

কেহ বা আপন নয়নঅঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয় আঁখি পরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি ;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদি পরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ পারশে প্রহরী।

বসিয়া এভাবে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি
পূরিছে পল্লববল্লরী।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—

শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী ;

উঠিল ডাকিয়া, পূরি চারি দিক—
জগৎ সংসার করিল অলীক,
বেণু বীণা রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের লহরী ।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাষিছে—" সে সব মিছার"
"শ্রম আশা, ভ্রম—সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—

"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে!
"রসের বাগান—সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে।
"যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযূষ পায় ;
"সখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায়!"

*

"হায়, সে পীযূষ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে!
"হায়, ধন, মান যশ,—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক, আশার বনে!
"এ যে সুখের ধরণী! ভাবনা হুতাস
ইহাতে নাহিক সাজে,
"হেথা প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে!
"শুধু রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায়;
"ডুবে নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা।
দ্বিজ এই গীত গায়।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরি।
চারু কিসলয় হইল বিকাশ;
তরুরাজি ফোলে মৃদু মৃদু শ্বাস
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস—
লতিকা উঠিল শিহরি;

তুলিয়া কলাপ মদন বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ, কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি!

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সম্বরি।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ ;
চারি দিকে খালি হেরি চারু বেশ

কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি।

পীতিয়া নলিনী যত প্রাণীগণ
সরোবর তীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি, সে অপূর্ব্ব নগরী!

ষড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়;
হাসিল শারদ শর্ব্বরী;

শিশিরের কোলে হিমঋতু আসে;
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে;
তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যতেক নাগর নাগরী!

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত সংসার পাশরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল পিয়ূষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনাছলায়!—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরি!

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ!
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ
বিজুলি বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন!
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি সুন্দরী!

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—

না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য লহরী !

যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণীচিত্তপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধু পান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী পায়ে ধরা চাকরি !

এই রূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী ।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত, আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার ভিতরি !

পিতৃকুলগত কোন্ মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি ?

নরজাতি যত হের ধরা মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদি তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ?

অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
পুরী প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী।

প্রাণীগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস,
সেই রূপে নারী-প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় নগরী।

কাছে কাছে আছে সোণার পিঞ্জর,
সুবর্ণ শিকলি, শতেক লহর ;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস প্রমোদ পাশরি ;—

তখনি তাহাকে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায়;
ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়,
কি রূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কি রূপে ছাড়ি সে নগরী!

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণীগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন!—
খেলিছে বঙ্গের উপরি!—

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপনলহরী!

ভারতভিক্ষা।*

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়?

---

* সন ১৮৭৫ সালের ডিসম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলস কলিকাতায় আগমন করেন। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে,
কেন সবে আজি বলিছে জয়?

গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান!
বিন্ধ্য, হিমালয়চূড়াতে নিশান
"রূল ব্রিট্যানিয়া" বলি উড়ায়।

শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্ত-কায়।

ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।

নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত;
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।—

কন্যাঅন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দ ময় ?

(শাখা)

আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্‌টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী !"
যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাঁহার সেনানীদল ;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা ;
জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভরত-গড়
মুদকি, মুলতান করি খান্ খান্,
শিকগলে দিল দৃঢ় নিগড় ;

হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে ;
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে ;
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজারে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলী মধুর, সুরব সারঙ্গ,
বীণ্, পাখোয়াজ্, মৃদু খরতাল,
মৃদুল এস্রাজ্ ললিত রসাল ;

বাজাও সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজারে সেতারা,
বেহাগ্, খাম্বাজে পূরিয়া তান।

বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্ পেসোয়াজে পরির শোভায়,
ভূতল রঙ্গিনী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—
শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান লয় রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারি দিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোল পাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,

করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুণী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।

"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোয়াও।

"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি মহিষীনন্দন
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও।

"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া ?
কোথা হল্‌কার, রাণী ভোপালিয়া ?
মানী উদিপুর, যোধমহীপাল ?
হিন্দু ত্রিবঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল ?
মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম্ ?
কোথা বিকানির ? কোথা বা হে জাম্ ?
ধোলপুর-রাণা," জাঠের রাও ?

"পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়,
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।

কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির"—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া;
করি তোলপাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী, যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পাশে,
শিরঃগ্রীবা করি নত ;

দেখরে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;
দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীস্থর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর
অরবলিগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায়;
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রসূর্য্যবংশবীর;
জলধি-বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—

কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে !
রাজসূয় যজ্ঞ, দেখ এক বার
কলিতে করে ইংরাজে !

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন্ সাজ
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্র কায়,
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;
কোটি তারা যেন একত্রে উঠে
সৌধ চূড়ে চূড়ে রয়েছে ফুটে ;
গৃহ, পথ, মাঠ, কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয় !
উঠিছে আতশবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে !

ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী!
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি ;—
হ্যাদে দেখ নিশি লাজে পলায়!

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রাণীপুত্র চলে ;
পাছে পাছে কাছে ঘোটক'পর
চলে রাজগণ, জ্বলে জহর
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ ;
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটীশের ভেরী শমন-দমন,—
"রূল বৃট্যানিয়া, রূল দি ওয়েভস্"
সঙ্গীততরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।

আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,
বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে !
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন-পূজন-যোগমুগধা !
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখন(ও) আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয় বিদায় দিয়ে ;
দেখাও, জননী, ধরিলা গো যত
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের ;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের !

(শাখা)

ত্যজি শয্যা-তল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—

"কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার !
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত সন্তান নৈঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা !

"ভারত কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত জীবনে জগত-জীবন,

আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পুজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, যূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা!

"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,

ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ্, আম্‌রিক উচ্ছাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা !

"পূর্ব্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবন সঞ্চার !
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?

"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্ন দণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি,
দাস মাতা বলি বিখ্যাত হব !

"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

"মম ভাগ্য দোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত
কাশি, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল!

"হায়, পানিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখ নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম?

নিবেছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ?
পূর্ব্ব কথা কিরে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন? সরযূ পাতকী,

রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

"নাহি কি সলিল, হে যমুনে-গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?

"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল তলে ?"

(পূর্ণ কোরস্)

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননি
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ;
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,

পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

(আরম্ভ)

"এলো কি নিকটে,—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই, কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।

"ডাক্ একবার, ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক ব্রিটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তি ময়—
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যেব
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,

জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে !

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তে
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে !

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

"হে কুমার মনে রেখো এই কথা,—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা

পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর—
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি, মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে।

"শুন হে রাজন্! বনের বিহঙ্গ—
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়!
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ!

"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?—
কি ধন বল সে কোকিলে দেয়?
কি ধন বল বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।—

"আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,

ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

"কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে!—

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবারে!

"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারত সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়ায়!

"দেখ, বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধহাত

বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।

"ফিরিবে যখন জননী নিকটে,
বল' বাছা, তাঁরে বল' অকপটে—
'ভারতব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে—
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়' !"

(শাখা)

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুষি আশীর্ব্বাদে মহিষীনন্দন,
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

"ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার!
ভারতে অরুণ উদিল আবার ;"
বাজিল বৃটিশ দামামা সঘনে,
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্‌টোরিয়া কুমার জয়।"

———

উন্মাদিনী।

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।

কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধ'রে করে, ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে স্বতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে।

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।

নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,
নিতম্বের নীচে চিকুর দুলিছে,
করুণা মাখান বদনের ছাঁদ,
যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,
কটি কর পদে ছড়ান মাধুরী,

গেরুয়া বসনে তনুয়া আবরি,
  চলেছে সুন্দরী ভাবনা ভরে।

বলিহারি যাই! অঙ্গে মাখা ছাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
  চলেছে মধুর কাকলী করে।

২

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায়—
"পাবনা পাবনা পাবনা কি তায়?
নাহি কি বিশাল ধরণী ভিতরে,
যেখানে বসিয়া স্নেহের নির্ঝরে,
মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ,
  প্রণয়ের দাম হৃদয়ে প'রে।

যেখানে বহে না কলঙ্কের শ্বাস
কাঁদাতে প্রণয়ী, ঘুচাতে উল্লাস,
বায়ুতে, তরুতে, মাটীতে, আকাশে,
যে খানে মনের সৌরভ প্রকাশে,
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা,
লোকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা,
  যেখানে থাকে না সখার তরে।

৩

"কিবা সে বসন্ত শরত নিদাঘ,
নয়নে নয়নে নব-অনুরাগ
ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ,
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ
কলিকা কুসুমে ফুটাতে শশী।

দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী,
বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী
থাকে না প্রভেদ, প্রণয় প্রমাদে
হেরি পরস্পর মনের অবাধে ;
জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে
নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে—
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,
করে করযুগ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল,
যেন পরিমল পবন হিল্লোলে,
যেন তরু লতা তরু শাখা কোলে,
যেমন বেণুতে বাণীর সুস্বর,
যেমন শশীর কিরণে অম্বর,
তেমনি অভেদ দুজনে মিশিয়া,

তনু মন প্রাণ তনু মনে দিয়া,
ভুলে' বাহ্যজ্ঞান, ত্যজে' নিদ্রা ক্ষুধা,
পান করি সুখে আনন্দের সুধা,
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি'।

৪

"ত্যজে' গৃহবাস, হ'য়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে দিবস যামিনী,
আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবাসম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর,
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্থল,
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,
স্নেহের অমিয়া হৃদয়ে মাখাতে,
যদি কিছু পাই তাহারি মতন,
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,
দেবতা মানব নারী কি নরে।
সুখে থাকে তারা, সুখে থাকে ঘরে,
পতি পদতল বক্ষঃস্থলে ধরে,

বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত প্রমাণ
আশা, রুচি স্নেহ, ইহাদের প্রাণ ;—
নারীর মাহাত্ম্য, রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?

৫

"আমি মরি ঘুরে পৃথিবী ভিতরে,
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে ;
কই—কই পাই পূরাতে বাসনা ?
পেয়ে নাহি পাই হায় কি যাতনা !
অরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা
ত্যজে ধৈর্য্য ধর; মুখে ভালবাসা
ধরে' গৃহ কর, করে' পরিণয়,
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,
পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,

তবে মিছে কেন এত বিবাদ ?
জ্বলিবে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া
পরাণ হৃদয় প্রণয়, স্মরিয়া,
সাহারার* মরু তপনে যেমন ;
কিম্বা অগ্নিগিরি গর্ভে হুতাশন,
জ্বলে জ্বলে পুড়ে উঠিবে যখন,
হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া,
মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া,
তবু ত পূরিবে লোকের সাধ।
সুখে থাকে তারা জানে না কেমন
প্রাণের বল্লভ সখা কিবা ধন,
মনের সুখেতে থাকে রে ঘরে।”
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া ;
গাহিয়া মধুর মৃদুল স্বরে।

৬

“কেনই থাকিব কিসেরি তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে ?

---

* আফ্রিকা খণ্ডস্থ স্বনাম-প্রসিদ্ধ মরুভূমি।

কারাবন্দী সম চির-হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ, রবির কিরণ,
বিশাল ধরণী, রসাল কানন,
প্রাণী কোলাহল, বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ ;
কেনই ত্যজিব, কাহার তরে ?

ত্যজিতাম যদি পেতাম তাহায়,
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর ব্যভার
করেছি বর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয়ে বাসনা করে।
কোথা প্রাণেশ্বর কই সে আমার,

কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—
সুধার মণ্ডলে সুধার(ই) শশাঙ্ক,
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক
তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে !

তবু ও এলে না ?—বুঝেছি বুঝেছি,
এ জনমে আর পাব না জেনেছি ;

যখন ত্যজিব মাটীর শিকল,
ভ্রমিব শূন্যেতে হইয়া যুগল,
হরি হর রূপে তনু আধ আধ,
তখন মিটিবে মনের এ সাধ,
রবির মণ্ডলে, চাঁদের আলোকে,
কৈলাস শিখরে, শিব ব্রহ্ম লোকে,
বরুণের বারি, পবনের বায়ু,
এই বসুন্ধরা, প্রাণী, পরমায়ু,
হেরিব সুখেতে পলকে ভ্রমিয়া,
আধ আধ তনু একত্রে মিশিয়া,
তখন মিটিবে মনের সাধ !—
তখন, পৃথিবী, সাধিস্ বাদ
ভুলিস কলঙ্ক যতই আছে।"

মদন পারিজাত।

(একাদশ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে আবেলার্ড নামক এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া প্রভূত যশস্বী হন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলইজা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত কন্যা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত্যন্ত রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গুরুশিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে, এবং সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইলইজার পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হইয়া ইলইজাকে একটি কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে সংসার-বিরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কি পুরুষগণ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহার নাম কন্‌ভেণ্ট। ইলইজা সেই আশ্রমে অবরুদ্ধ হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত করিত। এবং আবেলার্ডও প্রাগুক্ত রূপে অবমানিত হইবার পর সংসারে বিরাগী হইয়া অন্য এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইহঁাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন; তদ্দৃষ্টে "মদনপারিজাত" নাম দিয়া নিম্নস্থ কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

ত্যজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,
মায়ামোহ আশাতৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়েছি!
পরিয়ে বল্‌কল সাজ কমণ্ডলু করে,
ধরেছি কঠোর ব্রত কানন ভিতরে।
দিবাসন্ধ্যা, পূজা ধ্যান দেব-আরাধনা
করি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?
যার জন্যে দেশত্যাগী কেন পুনরায়
অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিগে ধায়?
কেন রে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে
যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভুলে?
জ্বালাতে নির্ব্বাণ বহ্নি কেন দিলি দেখা
অরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখা!
আয় তোরে বুকে রাখি বহু দিন পরে
পেয়েছি নাথের লেখা অমৃত অক্ষরে!
এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,
মদনের পারিজাত ব্রহ্মাণ্ড ঘোষয়!
ক্ষমা কর যোগী ঋষি জিতেন্দ্রিয় জন,
ক্ষমা কর সতী সাধ্বী তপস্বিনীগণ!
অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণ্ডল,
তরু, বারি, লতা, পত্র যথায় নির্ম্মল,

নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত
পরমার্থ-ধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত,
ক্ষমা কর এ দাসীরে, কলুষ চিন্তায়
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায়।
আসিলাম যবে হেথা করে মহাব্রত
ভাবিলাম হব শীঘ্র তোমাদেরি মত ;
ধবল শিলার সম স্বেদক্লেদহীন,
ধবল শিলার সম মমতাবিহীন।
কই হলো ? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা !
জীবিত থাকিতে, নাথ, যাবে না বাসনা !
অর্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈশ্বর সেবিতে,
অর্দ্ধেক রেখেছি, হায় ! নাথেরে পূজিতে !
অনাহার জাগরণে হ'লো দেহ ক্ষয়,
তবু দেখ স্বভাবের গতিরোধ নয়।
কাটাইলাম এতকাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ খুলি এ লিখন।
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রুবিসর্জ্জন।
যেখানে তোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর,
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর !

কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ
আছে ও মধুর নামে কে জানে আস্বাদ।
কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,
কতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে
আছি হেথা একাকিনী যে সব ত্যজিয়ে।
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই,
সেইখানে, প্রাণনাথ, আতঙ্কে ডরাই।
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার,
অমঙ্গল-হেতু, নাথ, আমি হে তোমার!
না পারি পড়িতে আর, সহে না হৃদয়;
শোকের সমুদ্র হেরি চতুর্দ্দিকময়।
অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা!
সে যশ-পিপাসা আর সে হেন প্রণয়
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয়।
যত পার হেন লিপি লিখ' তবে নাথ,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত,
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে;

ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ' যত পার।—
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদজ্বালা আরাধনা ক'রে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে!
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারে না লজ্জার ধার, থাকে না ঝঞ্ঝাট।
উদয়-ভূধর হতে অস্তাচলে যায়,
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়।
জান ত হে প্রিয়তম! প্রথমে কেমন
সখাভাবে কত ভক্তি করেছি যতন।
জানি নাই প্রথম সে প্রেমের সঞ্চার
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার;

ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে করিয়া
নির্ম্মাণ করিলা তোমা নিজ রশ্মি দিয়া ;
সুধাংশুর অংশু যেন ক'রে একত্রিত,
সহাস্য নয়নে তব করিলা স্থাপিত।
নেত্রে নেত্রে মিলাইয়া স্থিরদৃষ্টি হয়ে
দেখিয়াছি কতবার পবিত্র হৃদয়ে।
গায়িতে যখন তুমি অমর শুনিত।
কি মধুর শাস্ত্রালাপ বদনে ক্ষরিত !
সে সুস্বরে কার মনে না হয় প্রত্যয়—
প্রেমেতে নাহিক পাপ, ভাবিনু নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁড়ে পড়িলাম ইন্দ্রিয়কুহকে
ভজিনু নাগর ভাবে প্রাণের পুলকে।
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মর্ত্ত্যভূমে পাই,
ঋষি হয়ে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে না চাই।
যে ভাবে অধিক সুখ সে থাক সেখানে,
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।
অয়ি নাথ ! কত জন, আছে ত স্মরণ,
বলেছিল পতিভাবে করিতে বরণ ;

তখনি দিয়াছি শাপ হোক্ বজ্রাঘাত,
পরিণয় সংস্কার যাক্ রে নিপাত।
হাতে সুতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বু'ঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ,
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডলপতি যদি চরণে আমার
ধ'রে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিকারীর দাসী হ'য়ে থাকি তার ঘরে।
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল!
কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়;
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বাসিত হয়।
পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।

সেই সুখ—সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।
সে সুখের দিন এবে কোথায় গিয়েছে,
কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে!
কি হ'ল কি হ'ল হায় একি সর্ব্বনাশ,
নাথের দুর্দ্দশা এত, ক'রে নগ্নবাস
কে করিল অস্ত্রাঘাত! কোথায় তখন
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জন?
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরে
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ব্বরে।
দুজনে করেছি পাপ দুজনে সহিব
লজ্জা করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব।
অশ্রু বিসর্জ্জনে এবে মিটাই সে সাধ;
দগ্ধ বিধি ঘটাইলি ঘোর পরমাদ!
আনিল আমায় হেথা যে বিষম দিনে,
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে,
পরাইল বৃক্ষ-ছাল দণ্ড দিল হাতে,
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে?
প্রাণেশ্বর, চারি দিকে ঋষিগণ যত
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি তত

তোমার বদন-ইন্দু, তোমার লোচন,
মনে মনে করি তব গুণেরি কীর্ত্তন ;
নয়নের কোণে মাত্র বেদী পানে চাই
মনে সুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।
যৌবন রূপের ঘটা তখনো অতুল,
হেরে চমৎকৃত হ'ল যত ঋষিকুল ;
সংশয়ে বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে ?
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে ?
সত্য ভেবেছিল তাঁরা মিথ্যা কথা নয়—
যুবতীর যোগ-ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয় !
যাই হোক্, নাই হবে গতি মুক্তি মম
বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম !
সেই রূপে নয়নের বিষাক্ত অমৃত
করি' পান মনসাধে হব বিমোহিত,
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন
মূর্চ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন।
না না না, দুরন্ত আশা দূরে অন্তর !
এসো নাথ ধর্ম্মপথে লও হে সত্বর,
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়
শিখাও এ অভাগারে, স্নিগ্ধ কর কায়।

আহা এই শুদ্ধ শান্ত আশ্রম ভিতরে
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহরে ;
তরু লতা আদি হেথা সকলি নির্ম্মল,
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল ।
পর্ব্বত-শিখর গুলি সুন্দর কেমন
উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ ;
শাল, তাল, তমালের তরু সারি সারি
শুনাইছে মৃদুস্বর দিবস শর্ব্বরী ;
সূর্য্যকরে দীপ্ত হয়ে স্রোতকুল যত
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিরত ;
করে কুলুকুলু ধ্বনি গিরিপ্রস্রবণ,
গুহার ভিতরে আহা মধুর শ্রবণ ।
সন্ধ্যা-সমীরণে এই হ্রদের উপরে
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে ।
হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার ।
হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডপতি করুণা-নিদান,
করুণা কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ ।
দেও, দেব, দেখাইয়ে মুক্তির আলয়,
ভক্তি ভাবে লইলাম তোমারি আশ্রয় ।

জীবন মরীচিকা।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে
সেইরূপ বাল্য কালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।

না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুমগন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেই রূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোমত সাধ তত ভাঙে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এই রূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে!
ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে।
অসত্য কলুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার,
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথারে?
কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সঙ্কল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখ বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে!

অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয় বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভারে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ হিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে!
কিশোর গাণ্ডীবধারী, যামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে।

হৃদয় মার্জ্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহ বা তার, হ'য়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হ'য়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশারে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্য দশা নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে!
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সহপাঠী 'কেলিচর,' অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবচ্ছর দেখা রে।

পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত, কে বা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগণ-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিত কভু মৃদুরশ্মি মাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ মাঝারে।
দিন দিন কত বার, জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদহ্রদকান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনী লতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুলী, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা অঙ্গারে।

অন্নদার শিবপূজা।

গীতি।

(আরম্ভ)

১

দেও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ ঊষার সহ ;
বল সবে "জয়" ত্রিভুবন ময়,
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ, নাম
কাশী বাঁরাণসী, অবনী পরে।

(শাখা)

২

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেম থালা, ভৃঙ্গার, জল ;
মকরন্দ মাখা কুসুমের থর
আনন্দে বরিষে দেবের দল ;
প্রসূন নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য নিক্কণ বিমান পথে ;

ত্যজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী
উরিলা সুন্দর পুষ্পক রথে।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

দেও কর তালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ;
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ, ঊষার সহ;

(আরম্ভ)

১

অই যে মন্দিরে মৃদুল গম্ভীরে
আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,
কোথা কাশা ঝাসি শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী.
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই?
বাজারে উল্লাসে নিক্কণ উচ্ছাসে
ত্রৈলোক্য ভুবন মোহিত কর,
"হরঃ হরঃ হরঃ" বল নিরন্তর
"বম্ বম্ বম্" মধুর স্বর;–
বাজারে উল্লাসে ভকতি উচ্ছাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী;

শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশী বাসি
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই।
(শাখা)

২

প্রবেশে মন্দিরে জগত জননী
গললগ্নবাস জুড়িয়া কর,
প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন থর;
আনন্দ শরীরে "স্বয়ম্ভূ" বলিয়া
ডাকিলা আনন্দে জগত মাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোক পুরিতে
উঠিল উচ্ছ্বাসে আনন্দ-গাথা।
(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ড ধারী
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়
জয় দীননাথ জয় দয়াময়
জয় জয় দেব পাতকহারী;
শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ

পিনাক নিনাদী অনাদি মহেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তার কারী।

(আরম্ভ)

১

নাচিয়া নাচিয়া "স্বয়ম্ভূ" বলিয়া
দেবদল দলে গগণ তল ;
জয়-শম্ভু-ধ্বনি করে সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল ;
স্বয়ম্ভূ সঙ্গীতে আনন্দ ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগণ পরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভূ কীর্ত্তন আনন্দ স্বরে।
"জয় জয় জয় ত্রিভুবন ময়
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ড ধারী
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।"
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভু ডাকিয়া
দেবদল দলে গগণ তল—
জয়-শম্ভু-ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা,"
বলিলা অন্নদা অঞ্জলিকরে ;
"সৃজিলা যে দিন জগত ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে ;
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষঃ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন ;
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ ;
নব চারু মৃদু লাবণ্য লেপিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি মুখ।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

"দেখাও আবার, রালনা আমার,
তেমতি তরুণ অরুণ কায়,
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগণ গায়,

ছুটিছে পবন, ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোলবাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে,
তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশুপক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায়।"

(আরম্ভ)

১

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মণ,
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনের নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;

কত দিন ভবে হবে হাহা রব
নরকুল আদি পশু পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—
জীবনে থাকিতে জীবিত নয় !
দরিদ্রকাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর অনলে ক'রে হাহাকার
করিবে জগত কলঙ্কময় !
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জয় !"

(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় ত্রিপুর ঈশ্বর
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মপরাৎপর,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;
জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়
জয় দীননাথ জয় দয়াময়
জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

১

বিমল তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কলকল নাদে এ শুভ সম্বাদে
জগতসংসারে আনন্দে কও—
জগত্‌ জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে,
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে ;
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশী মাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না "পূরাও বাসনা"
গাইছে অই যে ভবের রাণী,

(শাখা)

২

"পূরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,
তেমতি করিয়া, সৃজিলা যে দিন,
দেখাও আবার জগত-পুরে ;

তেমতি পবনে ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে।”

(পূর্ণ কোরস্)

৩

আনন্দ ধ্বনিতে, অন্নদা বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা
জগৎ জননী আপনি গায়।
“জয় শম্ভু” বলি দেও করতালি
লওরে অঞ্জলি পূরিয়া পানি,
ত্রিভুবন ময় সবে বল “জয়
শঙ্কর হরঃ” মধুর বাণী।

ভারতে কালের ভেরী।
[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে]

(১)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !—
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে ;
উঠিছে পূরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার !—
বাজিল অকাল ভেরী বাজিল আবার ॥

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিধার ;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি
বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার ;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

(৩)

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী-বদন—
আকুল জননী তার মুখ চাহি বারবার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ!

(৪)

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ অন্ন দেহ
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(৫)

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায়;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়!—
কেবা কন্যা, কেবা পিতা, কে জননী, কেবা মিতা—
অন্নদাতা, পিতা মাতা, আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

(৬)

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
তুলিয়া যুগল পাণি, শিশু ডাকে মা মা বাণী
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

(৭)

চলেছে প্রাণীরকুল এরূপে আকুল;
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—

নৃত্য করে ভেরীনাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ, বঙ্গবাসী, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ!

(৮)

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান;
ফিরিছে উন্মত্তভাব উল্কার প্রমাণ;
দন্ত ঘরষণে শব্দ ভারত ভুবন স্তব্ধ
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

(৯)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ আলয়,
নন্দিনী নন্দন রূপ, সুখ পুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে অচিরে নীরব হ'বে
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান বেশ মৃত অস্থিময়।

(১০)

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি, হায়,
এ রাক্ষস-অনাচারে হ'বে মরু প্রায়—
ভীষণ গহন সাজ ধরিবে পুরির মাঝ
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়,
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

(১১)

আজি হাসি ভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণবুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে শবদেহ হ'বে সবে
শৃগাল কুক্কুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব!

(১২)

কেমনে হে; বঙ্গবাসী নিদ্রা যাও সুখে!
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে?
নিজ সুত পরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে?

(১৩)

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কিরে হৃদয় ভিতর—
কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হৈয়ে ত্যাজি শূন্যঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর!

(১৪)

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগৎ মাঝে অমূল্য রতন—

কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন ;—
তাহারাও অইরূপ নয়ন-রঞ্জন !

(১৫)

হে বঙ্গ-কুল কামিনী আর্য্যা যতজন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃসন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন !

(১৬)

এক দিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায় !
আজি সেই অনশনে দারুণ হতাশ মনে
লক্ষ নরনারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায় !

(১৭)

ভাব, অহে বঙ্গ-বাসী, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার "বৃটনের হুহুঙ্কার
ব্রটিশ কেশরীনাদ শুন একবার—

ঘুমাইও না, বঙ্গবাসী ঘুমাইও না আর ;
ভারতে কালের ভেরী বজিল আবার।

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী।

(১)

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী !
এই কি সে করতল শিরীষ কোমল ?
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল !
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি ?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি !
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার ?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে ;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়!
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন,
সেও রে পরশ দোষে হয় রে মলিন!
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন!
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে;
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে
সংসারের সুখ-পদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে!
বলে আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে ধীরে
নারী-আস্য নিদ্রার সরসে।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল!
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জুড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে!
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া;

ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায়!
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নব তরু রোপেছি আনিয়া!
সে নবীন তরু এই হায় রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া!

(৪)

"কেন. নাথ, কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার;
"চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
"ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায়;
"কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
"সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।
"মন দিয়ে খেল নাথ, ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব;
"সেই পুঁজি সেই পণ. সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

(৫)

কি দিবিরে পাগলিনি—পাবি কি কোথায় ?
সাধের বাগান্ ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায় !
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটী তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মিকেতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গত প্রায় বজ্রাহত শীর !
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার ?
কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই প্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার !

(৬)

পাগলিনী কোথা পাবি সে শোভা আবার—
সে ফুলের মধু, বাস, এখন সে আবার !
"কোথা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে,
"দেখাই সে শোভা যত, এবে কোথা আছে।
"কেন নাথ, নাই কি হে ?—এইত, সে সব,
"সেই চারু চাঁদ মুখ, প্রাণের বল্লভ,

" সেই ত অমিয় মাখা, এখনও তোমার,
"নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মায়ার!—
"সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
"তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও ত সেই ;
"সেই আমি সেই প্রাণ হৃদয়েতে সেই গান
"তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

(৭)

'প্রভেদ কি নাই'—হায় হায় রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক পিক্ পাতায় পাতায়!
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া ;
এখনও কি সেই পাখী, আছে কি সে সব?
সেই রূপে কাছে এসে করে কি রে রব?
কত উড়ে গেছে তার, উড়্ উড়্ কত আর
কত হায় নীরবে বসিয়া।
অসুখে পাখীতে লুটে ডাকিলে আসেনা ছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া!

(৮)

এখন বাজে না আর সে কুহুক-বাঁশী
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসি
নির্গন্ধ জগতে এবে,—নির্গন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাস শূন্য, ফণীর আলয় !
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাঁচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সী, সেই আশার আরসি
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন"
ব'লে তুলে আনি সুখে রাখিলা স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন !

দুর্গোৎসব।

(১)

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি-ফুলে :
তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণ-দুল
জবাফুল রক্তিম হিঙ্গুলে ;

কুমুদ তড়াগ শোভা আন্ তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা মুকুলে ;
রসময়ী চিরসুখী নিশিগন্ধা মধুমুখী
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে ;
সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা
আন রসবতী কেয়া ফুলে ;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে।
আয় কুলবধূ যত মুকুতা কহ্লার মত
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে ;
পর ঘাটী নীলাম্বরী বুটি, বেল, ত্রিলহরী—*
দিগম্বরী † চিত্র করা ফুলে ;
সুচিকণ বারাণসী কটিতে বাঁধিয়া কসি
রাঙা কর অধর তাম্বুলে ;
কচি মুখে সুধা হাসি অবিরল পরকাশি
বিকসিয়া যৌবন মুকুলে ;
শরতে চাঁদের সঙ্গে বঙ্গ আলো কর রঙ্গে
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে॥

---

* তেঁতুলপড়ে। † ক্রেপ।

(২)

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ;
এসোগো প্রাচীনা যারা, লৈয়ে কড়ি-ফুল ঝারা
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ ;
শিঁথিতে সিন্দূর ভাঁজ ধর আরতির সাজ
পর খুলে পাটের বসন ;
দধি দুগ্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালা ভরা
তিল নাড়ু সুধা-আস্বাদন ;
ঘুচুক চক্ষের পাপ ঘুচাও দুঃখীর তাপ
খই নাড়ু কর বিতরণ ;
দেও সুখে হাতে তুলে, চির দুঃখ যাক্ ভুলে,
পুরাতন অজীর্ণ বসন।
রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে পাতে দেও ঢালি
পরিপাটী মধুর রন্ধন।
"দেও অন্ন দেও এনে পেট পূরে খাই মেনে"
আহা শোন বলে দুঃখীজন ;
দরিদ্রের মনোরথ পূরাতে সহজ পথ
হেন আর পাবে কদাচন ;

দেও অন্ন দেও ঢালি, এ সুখ রবে না কালি,
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন!

(৩)

হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি;
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি!
অই গৃহ দেখা যায় বলিতে বলিতে ধায়,
আশার কুহকে বলিহারি!
আশয়ে মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে,
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি;
হাস্ রে বিনোদ শশী বিনোদ গগনে বসি
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী,
বিপুল বঙ্গের মাঝে সুর-বিমোহন সাজে
পাতিয়াছ জাল যাদুকারি।—
জলে জলে চলে তরি তরঙ্গ বিদার করি
মনোসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জলময় আলো মাখা তরিচয়
ভেসে যায় নদী নদোপরি;

করে খেলা দলে দলে তারুই তেচেঙ্গা জলে
পড়ে দাঁড় ঝুপ্ ঝুপ্ করি ;
ধীরে তরি আগুয়ান উচ্চে হয় সারি-গান
শ্রুতিমূলে সুধা বৃষ্টি করি ;
আনন্দে বিহ্বল মন ভাসে জলে কত জন
বঙ্গে আজি কি সুখ লহরী !
হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি ।

(৪)

হাস্ রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন ।—
জ্বাল ধূপ, জ্বাল ধূনা, শঙ্খ-ঘণ্টা-রব দূনা
কর বঙ্গ-বাসী যত জন ;
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টি কর, মাখায়ে চন্দন ;
দেও জল দুর্ব্বাদল পঞ্চগব্য সিন্ধু জল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ ;
ঢাল চরু, ঢাল সুরা অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ ;—
নরি-দুঃখ নিবারিণী আর্য্যকুল নিস্তারিণী
বঙ্গে বামা উদয় এখন।

নৌবতে মধুর বোল, কাড়া কড় কড় রোল,
শানায়ের মধুর নিকণ,
মৃদঙ্গ গম্ভীর-তাল খরতাল সুরসাল
বেণু যন্ত্র ললিত বাদন,
সারঙ্গ মৃদুল-সুরা ঘোর রব তানপূরা
এস্‌রাজ্‌ মধুর গর্জ্জন,
বেহালা সুপরিপাটী জল তরঙ্গের বাটী
বীণাতন্ত্রী কোকিল-লাঞ্ছন,
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে গভীর দামামা সঙ্গে ;—
আজিরে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ !

স্বর্গারোহণ*।

(১)

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতি যার,"
বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার ;
"সম্বরি সংসার- লীলা আপনার,
শ্রীমধুসূদন আসে,

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে।

সম্ভাষি আদরে, লও রে তাহারে
বাণী-পুত্রগণ পাশে ;
কবি-কুঞ্জ-ধাম, পবিত্র কানন
অমর ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;—
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক উপরে ধর ;
ভুঞ্জি বহু দুখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগাতি গাও
লও কবিকুঞ্জ বাসে।”

(২)

খুলিল ত্বরিতে উত্তর তোরণ
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায় ;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়,

"এস এস সুখে, বাণী-বরপুত্র,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত,
কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল, মরুতল-তরু
অনীর দেশের বারি ;
এস ভাগ্যবান, কবিকুঞ্জ ধামে,
চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত
জয়-মাল্য শিরে পর ;"
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা দল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

(৩)

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,

কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহু-ধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলি
পুলকিত করে প্রাণ;
ভু'লে মর্ত্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায়;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবি-কুঞ্জপানে চায়।
চারি পাশে বামা কলকণ্ঠ স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে, ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে;
যবে উতরিলা কবি-কুঞ্জধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,
"কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন"
ধ্বনিল কানন ভরি।

(৪)

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,

স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর,
গগণ উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলি সুহাস্য ধরে ;
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু কোলে কোলে হাসে ;
স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর,
ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ চালিয়া যায় ;
মধুময় যত নিখিল জগতে,
সকলি সেখানে ফলে,
অতাপ অনল, অশোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

(৫)

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুলরবি,

যতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝরি
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব কূলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়,
গৌড়-সন্ততি সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার,
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

(৬)

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে, অকালে,
পাইয়া বহুল ক্লেশ,

ক্ষিপ্ত গ্রহ প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন,
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটীরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড় বাসিরা সবে
অনাথপালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে;
হবে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে
পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা!
হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যেজন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে!

সুহৃৎ-সমাগম *।

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
ভাসা দেখি হৃদি সুখের তরঙ্গে
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

"কোথা বাল্য-সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,
"এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

---

* কুলেজ রিইউনিয়নের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে।

গাও, বীণা, গাও "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,—
আজ্ কি তাদের স্মরণে নাই।

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গন, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শৈশব-মায়া॥

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহ-লহরী,
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি,
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া॥

"পড়েনা কি মনে কত দিন, হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এস সখা সব

লভি একদিন—যে সুখ দুর্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা !

"নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে,

"তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ?
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে ?

"করিলে যে আগে এত সে কল্পনা,
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,
শুধু কি সে সব প্রলাপ জল্পনা—
ছিন্ন তৃণবৎ বিফল হবে ?

"চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুন্দর সুঠাম মুরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

"আমরাও তবে না হাসিব কেন ?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায় ॥

অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন হের কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করিলা চুরি ?

কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
অতুল্য "দ্বারিক" বঙ্গের মিহির !
কোথা "অনুকূল" মলয়-সমীর !
"দীনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-নুরি !

"শ্রীমধুসূদন" কোথায় এখন !
তার তরে আজ কে করে ক্রন্দন

সহপাঠী তার ?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা ?

"কিছু দিনে আর আমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইব সকলি হারা !

"বাঁচি যত দিন এস একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

"আর কত কাল বাঁচিব তা বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে যে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে !

"এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময় !

"সবে সখ্য ভাব—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল রাজপুত্র আর,
একই আসন.পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময় ॥

"সেই সুখময় সুহৃতের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।"

বাজ্ বীণা আজ্ মিলে সব তার,
করিয়া মৃদুল মৃদুল ঝংকার,
প্রণয়-কুসুম ফুটারে সবার,—
বাজ্‌রে মধুর জলদ তালে ॥

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
জাগ্ বীণা, জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,
খেলাইয়া হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচারে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স" গান
উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ ;

শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
ছুটিল উল্লাসে রসায়ে কূল ;
তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

কামিনী কুসুম।

১

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে ?—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

২

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

৩

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুল্ল মুখে মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি !
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি ?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

৪

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা ;
না জানে বেশ বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি, হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা !

৫

কে দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরি মরি তায়, কে বোঝে সে মহিমা !—
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা !

৬

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরানী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা ফিঁকে "ভায়োলেট্" গন্ধ নাহি তাহাতে—
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

৭

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাঁতী
বাঁন্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে !

৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী !—
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায় ,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভাল বাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?—
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী !

৯

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা শরমে—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

কাল-চক্র।

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন পরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।

মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।

হেরে সে নক্ষত্র ভাতি
দেখ রে মানব জাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ উৎসাহ মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে চাহিয়া দেখ
যোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী মেরু
প্রতাপে হয়েছে ভীরু
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।

চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে করি কুতূহলী,
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞানডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ পাতাল গত
পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।

দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় অদর্শন
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।

স্বরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য দর্শন কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া।

কমলা অজস্র ধারে
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে
উন্নতি তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটেছে অশেষ রঙ্গে
স্বজাতি সাহস কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা হার
চলেছে ফরাসী জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনানলে—
স্থাপিতে অবনীতলে
সমাজ-শৃঙ্খলমালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।

চলেছে রে দেখ্ চেয়ে
শতবাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া।

আমেরিকা বাসীগণ,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শোন্ ঘোর নাদে
পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।

বিনতা নন্দন সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ্ বসুমতি গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে
স্ব কিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যতদূর প্রভাকর কর আছে ব্যাপিয়া।

প্রকাশি অসীম বল
শাসিছে জলধিতল
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া।

তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি !—
শোভে কি নক্ষত্র ভাতি
উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া।

ছিল সাধ বড় মনে
ভারত (ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া ;

আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্জ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর, যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর
এক জন(ও) কাঁদেনা রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।

এ ক্ষিতিমণ্ডল মাঝ
আর্য্য কি রে নাহি আজ্
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।—

সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়
ল'য়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া!